আইলহাঁস-নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ১৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী

আলমডাঙ্গায় আসন্ন দু’টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে অংশ নিতে সব দলই নিজেদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ তাদের ‘নৌকা’ প্রতীক এবং বিএনপি ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ না নিলেও নিবন্ধন হারানো জামায়াত স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

উপজেলার আইলহাঁস ও নাগদাহ এ দু’টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ১৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ভোটযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচনে নতুন মুখ মিলছে প্রার্থীতায়। সব রাজনৈতিক দলগুলো এবারের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটের আভাস মিলেছে।

আগামি ১৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চা দোকান থেকে শুরু করে প্রতিটি অলি-গলিতে চলছে নানা আলোচনা- পর্যালোচনা। শুরু হয়েছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের গণসংযোগ। এলাকায় এলাকায় দৌড়ঝাঁপ। সম্ভাব্য প্রার্থীর ছবিসহ ‘দোয়া প্রার্থী’ লেখা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লার অলি-গলি। প্রার্থীরা বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন। উঠান বৈঠক করছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছেন। দলের সমর্থন পেতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরও টানছেন নিজের পক্ষে। চলছেন সুসম্পর্ক বজায় রেখে।

যদিও এখনো ঠিক হয়নি কোন প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়ন দেবে রাজনৈতিক দলগুলো। তবে প্রার্থীরা ধারণা করছেন, বরাবরের মতো এবারো দলের তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী চুড়ান্ত করবে দলীয় মনোনয়ন বোর্ড।

কেউ কেউ আবার স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। তারা ভাবছেন স্থানীয় সাংসদ যাকে সমর্থন দেবেন তৃণমূলের মতামত তাদের পক্ষেই যাবে। সে জন্য সারাক্ষণ সাংসদদের আশপাশেই থাকছেন তারা।

সাংসদের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সরব উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের।

নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে ১০ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী অংশ নিচ্ছে। প্রার্থীরা হলো- নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী (নৌকা) প্রতিকে নির্বাচন করতে লবিং শুরু করেছে। তবে থেমে নেই ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা বিপুল জোয়াদ্দার। তিনি বর্তমান সাংসদ সদস্য এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দারের মামাতো ভাই।

আইলহাঁস ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী। তারা হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম, সাবেক মেম্বার মুহাম্মদ, আফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, বিল্লাল গণি, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা রাসেল, ব্যবসায়ী কাশেম।
এছাড়াও নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ক্রিয়া সংগঠনক প্রভাষক আবুল হাসনাত দলীয় মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন ভাবে লবিং করছে। ইতিপূর্বে তিনি করোনাকালীন সময়ে স্থানীয় যুবকদের সহযোগীতায় সাধারণ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুও নির্বাচনি প্রচারণায় পিছিয়ে নেই। সাবেক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান কমল নির্বাচন নিয়ে চুপিসারে থাকলেও নিবন্ধন হারানো জামায়াতের সভাপতি দারুস সালাম নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে। ইউনিয়ন বিএনপির যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল তৃণমূল নেতাকর্মীদের নিকট ভোট চাইতে ব্যস্ততার মধ্যে পার করছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চুপিসারে এগিয়ে চলেছে বর্তমান নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ ও আতিকুল ইসলাম আতিক।

এদিকে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম সম্ভব্য (নৌকা) প্রতিক নিয়ে নির্বাচনের মাঠে থাকতে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসমর্থনে পিছিয়ে পড়লেও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল নির্বাচনের মাঠ নিজের পক্ষ্যে সমর্থন গুছাতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। তবে সরোজগঞ্জ থেকে ভোট পরিবর্তন করে আইলহাঁস নির্বাচনে

ভোট অংশ নিতে যাচ্ছে আবুল কাশেম।

সর্বশেষ নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালে ২৯ শে মার্চ। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বের শেষ মুহুর্তে আগামি ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।

নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী জানান, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ব মুহুর্তে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। নৌকা প্রতিক নিয়ে নির্বাচনে বিজয় লাভের তিনি আশ্বাস দেন। এদিকে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বিগত ৫ বছরের মত সাধারণ মানুষ তাকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে এটাই আশাবাদী।ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিশরও মনোনয়ন পেতে চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে জামায়াত নেতা দারুস সালাম তার ইতোপূর্বের ভেঙে পড়া সংগঠনকে শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে বদ্ধপরিকর বলে দাবি করেন।

আইলহাঁস ইউনিয়নে যুবলীগ নেতা আব্দুল হালিম লাটিমও নির্বাচনে নৌকা প্রতিক নিয়ে নির্বাচনের মাঠে থাকতে চায়। নিজের ভোট পরিবর্তনের মাধ্যমে আবুল কাশেম আইলহাঁস নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়াই করতে চায়।

আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙা দাসপাড়ায় মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর আহত যুবক রাজিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশের সড়কে গত ২৮ জানুয়ারী বিকেলে দুটি মোটর সাইকেলে

মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আলমডাঙ্গার উপজেলার কুলপালা গ্রামের প্রবাসি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে মামুন (২২) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ভিশন ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজিব (৩০) মারাত্মক জখম হয়।

এ সময় দুটি মোটর সাইকেলই দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষনা করেন।

আহত রাজিবকে মুমুর্ষ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ওই রাতেই রাজিবকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮দিনের মাথায় আজ রোববার রাজিবও মারা যায়।

আবারো সভাপতি সবুজ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদ প্যানেল বিজয়ী

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে কড়ানিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারন সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) প্রতিকে পেয়েছেন ৭৬৫ ভোট ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৪০৫ ভোট।
এ নির্বাচিত প্রার্থীদ্বয় গত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্যানেল করে

নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো সভাপতি প্রার্থী সবুজ ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মাসুদ ভোটের ১ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করেন এবং তারা ভোটের মাধ্যমে এ জুটি দ্বিতীয় বারের মত আবারো নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা) প্রতিকে ৭০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৬০ ভোট ও জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত দর্শনা কেরুজ নতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী অন্যান্য পদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

এদের মধ্যে মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী) প্রতিকে ৬২৩ ভোট পেয়ে প্রথম ও রেজাউল করিম (টেবিল) প্রতিকে ৪৯৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী এসএম কবীর (কলস) প্রতিকে ৪৭১ ভোট ও আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী) প্রতিকে ১৮১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। যুগ্ন-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। হাফিজুর রহমান (হাঁস) প্রতিকে ৫৯৮ ভোট পেয়ে ১ নং ও মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) প্রতিকে ৫৭২ ভোট পেয়ে ২ নং সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী খবির উদ্দিন (আম) প্রতিকে ৩৮৩ ভোট ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ১৬৯ ভোট এবং মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) প্রতিকে ৮২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) প্রতিকে ৫৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী বাবুল আক্তার (প্রজাপতি) প্রতিকে ৫৩৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) প্রতিকে ৭২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আবুল হোসেন (হরিণ) প্রতিকে ৩৯৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। প্রচার সম্পাদক পদে আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন) প্রতিকে ৫৯৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে মিজানুর রহমান (মোড়গ) প্রতিকে ৩৪১ ভোট এবং ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর) প্রতিকে ১৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ৬৪৮ ভোট পেয়ে

নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দি খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা) প্রতিকে ৪২৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী না থাকায় ভোট গ্রহণের আগেই তাদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত করেন নির্বাচন কমিশন। তারা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ড প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে সেলিম খান, ৩ নং ওয়ার্ড উৎপাদন বিভাগে মাজেদুল ইসলাম (ডাবলু), নুরুল ইসলাম ও মজিবর রহমান। সদস্য পদে ২ নং ওয়ার্ড (চুলাই কারখানা) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ১০৯ ভোট ও বাবর আলী (বেলচা) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আব্বাস আলী (বালতি) প্রতিকে ৪১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৩ নং ওয়ার্ড পরিবহন বিভাগে (গ্যারেজ) ৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। তাদের মধ্যে শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) প্রতিকে ১৩১ ভোট পেয়ে প্রথম ও বাবুল আক্তার (গোলটুপি) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম (আখের আটি) প্রতিকে ২৪ ভোট, জাহিদুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ২০ ভোট ও মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

৪ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে) ৩ জন প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি) প্রতিকে ৯১ ভোট পেয়ে প্রথম ও মাহামুনুল হাসান (টর্চলাইট) প্রতিকে ৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিত্বন্দিতা করে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। এদের মধ্যে সাহেব আলী শিকদার (টর্চলাইট) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে প্রথম ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) প্রতিকে ৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছেন।

একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়েছেন সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব) প্রতিকে ৫৭ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশলী) বিভাগে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১৩০ ভোট পেয়ে প্রথম, ইদ্রিস আলী (ডাব) প্রতিকে ১০৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও জহিরুল ইসলাম (বালতি) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন। এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে

জাহিদুল ইসলাম (গাভী) প্রতিকে ৬৩ ভোট, শ্রী তারাপদ বিশ্বাস (আখেরআটি) প্রতিকে ৫৮ ভোট ও রবিউল ইসলাম (বেলচা) প্রতিকে ৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।কেরুজ দ্বী-বার্ষীকি নির্বাচনে মোট ভোট ১১৮৭ তার মধ্যে ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করেছেন ১১৭০।

এ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ নির্বাচনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যন্যদের মধ্যে সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন।

দামুড়হুদায় সুপার সেভেন ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সুপার সেভেন ফুটবল লীগ ২০২২এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় ইমান ফল ভান্ডার একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

শনিবার বিকালে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ইমান ফল ভান্ডার একাদশ ও সোনালী অতিত মুখোমুখি হয়। খেলায় ইমান ভল ভান্ডার একাদশ ১-০গোলে সোনালী অতিত কে পরাজিত করে। খেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ স্টার ক্লাবের সভাপতি শাহীন উদ্দীন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্ট, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অফিস সহকারী মশিউর রহমান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক খেলোয়াড় লুৎফর রহমান, এনামুল হক প্রমুখ। ম্যাচ সেরা পুরষ্কার পান সাইদ, টুর্নামেন্টের সেরা সুমন।

খেলা পরিচালনা করেন ইউসুফ আলী, সহকারী ছিলেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, ইখতিয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে খেলাটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহিদ আজম সদু।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধর আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার কুমারী জাহাঙ্গীর আলম নামের বৃদ্ধ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাটি শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঘটেছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধর ভাই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি গ্রামের মৃত রওশন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৬০)। সে গত কয়েক বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীর আত্নহত্যার চেষ্টাও চালায়।

শনিবার সকাল ৯টায় খাবার খেয়ে ঘরে ঢোকে। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরকে ডাকাডাকি করেও দরজা না খুললে দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজন প্রবেশ করে। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

এ ঘটনায় জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মন্টু বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা

আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগের নেতারা। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গনে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিকট ফরম জমা দেন।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল আলী বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম, সাবেক মেম্বার মুহাম্মদ, আফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, বিল্লাল গণি, রাসেল।

ফরম জমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাস, নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনন্দ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াব মালিথা, সাবেক নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান হাফিজ মাস্টার প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বাড়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে নিয়োগ দেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বাড়াদি আলহাজ্ব মীর খোস্তার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে অফিস সহায়ক (পিয়ন) আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। নিয়োগ পক্রিয়াটি স্কুলের অন্য শিক্ষক ও কমিটির অনেক সদস্যের অজান্তেই হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই দুজন টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগের সব প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। ২৮ বছর দায়িত্বরত অফিস সহায়ক (পিয়ন) থাকতেও পূণরায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়েকে ওই দায়িত্বে নিয়োগ দেবার অভিযোগ উঠেছে ।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে গোপনেই নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় সাজানো গুটি কয়েকজন প্রার্থী অংশ নেন। ওই নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়েসহ দুই প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। স্কুলে অফিস সহায়ক, আয়া ও পরিচ্ছন্নকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়ে দিলরুবা অফিস সহায়ক, মহর আলীর ছেলে সামাদ পরিচ্ছন্নকর্মী ও নবির স্ত্রী আয়া পদে নিয়োগ পায়।

নিয়োগের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজও গোপনে করা হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নোটিশও বিদ্যালয়ে টাঙানো হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না।

তবে গত ২৮ বছর যাবৎ শেখ আব্দুল মাস্টারের ছেলে শেখ আল মামুন কবির অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সভাপতির মেয়ে নিয়োগ পাওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মামুনের পদ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী ।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগের বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। শুনেছি সভাপতি এসে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে

তিনি আমাকে বলেন, কোনো নিয়োগ হয়নি।’

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ‘সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মিলে সবকিছু করেন। প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এ জন্য চাকরির স্বার্থে এসব বিষয়ে কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা কাউকে বিষয়টি জানতে দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ কারা নিয়োগ পেয়েছে এটা এখনো খোলামেলা করেনি স্কুল কতৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগ সম্পর্কের কোন বিষয় জানাতে পারব না। নিয়োগ আইননুসারে হয়েছে। নিয়োগের সব কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তাঁর কাছে আছে। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে পারব না।’

নিয়োগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও স্কুলের সভাপতি আব্দুল হান্নান তথ্য দিতে অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য নিতে নির্দেশ করে।

তিনি আরো বলেন,‘স্কুল সভাপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? নিয়োগের বিষয়ে আপনাদের বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইমরুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৫ সদস্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ পক্রিয়া শেষ হয়েছে।

দর্শনার মুক্তি ক্লিনিকে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় তৃতীয়

শ্রেনীর ছাত্রের মৃত্যু

দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন মুক্তি ক্লিনিকে আনাড়ি ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মুত হয়েছে। ঝামেলা এড়াতে নানা কৌশলে বাদি পক্ষের সাথে আপোষরফা করে নিয়েছে ক্লিনিক মালিক। অনেকেরই প্রশ্ন চিকিৎসার নামে এসব কসাই খানাতে আর কত প্রাণ ঝরবে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর গ্রামের রিফজি কোলনি পাড়ার আনোয়ার হোসেন ড্রাইভারের ছেলে দর্শনা পুরাতন বাজার দারুল উলুম কিন্ডার গার্ডেন মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আমিনুল ইসলামের (৮) পেটে যন্ত্রনা শুরু হলে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে যায়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিনা আক্তার সীমু আমিনুলের এ্যাপেন্ডিস হয়েছে অপারেশন করতে হবে। ডাক্তারে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পরিবারের লোকজন তাতে সন্মতি দেয়।

অভিযোগ উঠেছে আনাড়ি ডাক্তার এ্যাপেন্ডিস অপারেশনের পর রোগির অবস্থার অবনতি দেখা দিলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন। রাত ৩টার দিকে হাসপাতালে পৌছালে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

আমিনুলের লাশ নিজবাড়ি পৌছুলে গ্রামবাসি ক্লিনিকের উপর চড়াও হয়। একপর্যায় দর্শনা থানাপুলিশ লাশ উর্দ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য থানাতে নেয়। সূত্র জানিয়েছে বাদি পক্ষের সাথে ক্লিনিক মালিক কৌশলে ঝামেলা এড়াতে আপোষ মিমাংসা করে নেয়। ফলে ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশের দাফন সম্পন্ন হয়। এলাকাবাসির অভিযোগ চিকিৎসার নামে এসব কসাই খানাতে আর কত প্রাণ ঝরবে।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসি।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়ার্কাস পার্টির মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়ার্কাস পার্টির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা আশ্রয়ন প্রকল্প চত্ত্বরে।

দামুড়হুদা থানা কমিটির সভাপতি কমরেড আনছার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক কমরেড আনোয়ার হোসেন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বদ্দী,কমরেড আমিনুল ইসলাম লাল্টু,কমরেড নুরুল হুদা,কমরেড আ:মান্নান, কমরেড নজরুল ইসলাম। কাশেম,মিলন,সামাদুল হক।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি কমরেড আ:সামাদ।

দামুড়হুদায় স্পোটিং ক্লাব কতৃক আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় দশমী স্থানীয় পাড়া স্পোটিং ক্লাব কতৃক আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা ও পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা দশমী স্থানীয় পাড়া স্পোটিং ক্লাব কতৃক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে তিনটি দল অংশগ্রহণ করেন দশমী স্থানীয় পাড়া, বনানী পাড়া ও পলাশী

পাড়া একাদশ অংশগ্রহণ করে। খেলায় দশমী স্থানীয় পাড়া একাদশ চ্যাম্পিয়ন ও পলাশী পাড়া একাদশ রানার আপ হয়।

খেলায় অ্যাম্পায়ার ছিলেন নাঈম হাসান মন্ডল। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। পুরুষ্কার বিতরণ করেন দশমী স্থানীয় পাড়া ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সভাপতি শেখ হাফিজুর শামসের। তিনি বলেন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুব সমাজকে বাচাঁতে হলে খেলাধুলার বিকল্প নেই, তাই আমাদের সকলকে খেলাধুলার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আলামিন হক টনি, সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল করিম,সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজ মুগ্ধ, বহিঃ সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক সিজান পারভেজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিফ মাহমুদ জীবন।